# বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব পার্লামেন্টারী স্ট্যাডিজ আইন, ২০০১

( ২০০১ সনের ১৪ নং আইন )

**বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব পার্লামেন্টারী স্ট্যাডিজ স্থাপনকল্পে প্রণীত আইন।**

যেহেতু বর্তমান আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে সংসদকে জটিল হইতে জটিলতর দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইতেছে এবং তথ্য প্রযুক্তির দ্রুত বিকাশের ফলে বিশ্বের পার্লামেন্টসমূহ এবং পার্লামেন্টারিয়ানদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পাওয়ায় সংসদীয় সংস্কার দ্রুত প্রসার লাভ করিতেছে;

এবং যেহেতু সংসদীয় গণতন্ত্রকে শক্তিশালী, সমৃদ্ধ ও স্থিতিশীল করার জন্য সংসদ সদস্যদের মধ্যে আরো বেশী সহযোগিতা ও সহমর্মিতা সৃষ্টি করিয়া সংসদীয় সংস্কৃতিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ে উপনীত করা আবশ্যক;

এবং যেহেতু সহমর্মিতার রাজনীতিতে উত্তরণের জন্য সংসদের বাহিরে ভিন্ন একটি ফোরাম সৃষ্টি করা প্রয়োজন;

এবং যেহেতু সংসদীয় ব্যবস্থা, সংসদ ব্যবস্থাপনা ও সংসদ কার্য সম্পর্কিত বিষয়ে গবেষণা পরিচালনার মাধ্যমে দেশের সংসদীয় ব্যবস্থাকে আরো সমৃদ্ধ ও গতিশীল করা প্রয়োজন;

এবং যেহেতু সংসদ সদস্যদের সংসদে কার্যকর ভূমিকা পালনে গবেষণালব্ধ প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহের জন্য আইন ও সংসদীয় বিষয়ে অভিজ্ঞ একটি বিশেষজ্ঞ দলের সার্বক্ষণিক সহায়তা প্রয়োজন;

এবং যেহেতু সংসদীয় ব্যবস্থার উন্নয়নে দক্ষ জনপ্রশাসন সৃষ্টির লক্ষ্যে সরকার ও সংসদ সচিবালয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সচেতনতা, কর্মতত্পরতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা অত্যাবশ্যক;

এবং যেহেতু উক্তরূপ গবেষণাকার্য এবং প্রশিক্ষণের আয়োজন ও পরিচালনার জন্য বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব পার্লামেন্টারী ষ্ট্যাডিজ নামে একটি ইনস্টিটিউট স্থাপন করা সমীচীন ও প্রয়োজন;

সেহেতু এতদ্‌দ্বারা নিম্ন্নরূপ আইন করা হইল:

**সংক্ষিপ্ত শিরোনামা**

১। এই আইন বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব পার্লামেন্টারী স্ট্যাডিজ আইন, ২০০১ নামে অভিহিত হইবে।

**সংজ্ঞা**

২। বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে,-

(ক) “ইনস্টিটিউট” অর্থ এই আইনের ধারা ৩ এর অধীন স্থাপিত বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব পার্লামেন্টারী স্ট্যাডিজ;

(খ) “চেয়ারম্যান” অর্থ পরিচালনা বোর্ডের চেয়ারম্যান;

(গ) “নির্বাহী বোর্ড” অর্থ ইনস্টিটিউটের নির্বাহী বোর্ড;

(ঘ) “পরিচালনা বোর্ড” অর্থ ইনস্টিটিউটের পরিচালনা বোর্ড;

(ঙ) “বিধি” অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি;

(চ) “বিরোধীদলের উপ-নেতা” অর্থ বিরোধীদলের নেতা কর্তৃক সংসদে বিরোধীদলের উপ-নেতারূপে মনোনীত কোন সংসদ-সদস্য;

(ছ) “রেক্টর” অর্থ ইনস্টিটিউটের রেক্টর;

(জ) “স্পীকার” অর্থ সংসদের স্পীকার এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৭৪ অনুচ্ছেদ অনুসারে সাময়িকভাবে স্পীকারের পদে দায়িত্ব সম্পাদনকারী ডেপুটি স্পীকার বা অন্য কোন ব্যক্তি;

(ঝ) “সদস্য” অর্থ ইনস্টিটিউটের পরিচালনা বোর্ডের সদস্য;

(ঞ) “সংসদ” অর্থ বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ;

(ট) “সংসদ উপ-নেতা” অর্থ প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক সংসদ উপ-নেতারূপে মনোনীত কোন সংসদ-সদস্য;

(ঠ) “সংসদ নেতা” অর্থ প্রধানমন্ত্রী;

(ড) “সংসদ সচিবালয়” অর্থ জাতীয় সংসদ সচিবালয় আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ২(ঠ) এর অধীন সংজ্ঞায়িত সংসদ সচিবালয়;

(ঢ) “সংসদ সচিবালয় কমিশন” অর্থ জাতীয় সংসদ সচিবালয় আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ২(ড) এ সংজ্ঞায়িত সংসদ সচিবালয় কমিশন;

(ণ) “সংসদ-সদস্য” অর্থ সংসদের কোন সদস্য।

**ইনস্টিটিউট স্থাপন**

৩। (১) এই আইন বলবত্ হইবার পর যথাশীঘ্র সম্ভব, সংসদ সচিবালয়, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব পার্লামেন্টারী স্ট্যাডিজ নামে একটি ইনস্টিটিউট স্থাপন করিবে।

(২) ইনস্টিটিউট একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হইবে এবং ইহার স্থায়ী ধারাবাহিকতা ও একটি সাধারণ সীলমোহর থাকিবে এবং এই আইন ও বিধি সাপেক্ষে, ইহার স্থাবর

ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করার, অধিকারে রাখার এবং হস্তান্তর করার ক্ষমতা থাকিবে এবং ইহার নামে ইহা মামলা দায়ের করিতে পারিবে এবং ইহার বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের করা যাইবে।

**ইনস্টিটিউটের কার্যালয়**

৪। ইনস্টিটিউটের কার্যালয় ঢাকায় থাকিবে।

**ইনস্টিটিউটের পরিচালনা**

৫। ইনস্টিটিউটের পরিচালনা ও প্রশাসন একটি পরিচালনা বোর্ডের উপর ন্যস্ত থাকিবে।

**পরিচালনা বোড**

৬। (১) পরিচালনা বোর্ড নিম্নরূপ সদস্যদের সমন্বয়ে গঠিত হইবে, যথা-

(ক) স্পীকার, যিনি ইহার চেয়ারম্যানও হইবেন;

(খ) সংসদ উপ-নেতা;

(গ) বিরোধীদলের উপ-নেতা;

(ঘ) সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় বা বিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী;

(ঙ) সংসদের চীফ হুইপ;

(চ) সংসদে বিরোধীদলের নেতা কর্তৃক সংসদে বিরোধীদলের চীফ হুইপ হিসাবে মনোনীত সংসদ-সদস্য;

(ছ) আইন কমিশন আইন, ১৯৯৬ (১৯৯৬ সনের ১৯ নং আইন) এর অধীন প্রতিষ্ঠিত আইন কমিশনের চেয়ারম্যান বা তত্কর্তৃক মনোনীত উক্ত কমিশনের একজন সদস্য;

(জ) বাংলাদেশের অ্যাটর্নি-জেনারেল;

(ঝ) সংসদ সচিবালয় কমিশন কর্তৃক মনোনীত দুইজন সংসদ সদস্য, সাংবিধানিক ও অন্যান্য আইন এবং সংসদীয় বিষয়ে অভিজ্ঞ দুইজন অধ্যাপক, গবেষক কিংবা বিশেষজ্ঞ, যাহাদের মধ্যে একজন মহিলা হইবেন; এবং চারজন প্রখ্যাত ব্যক্তি, যাহাদের মধ্যে দুইজন মহিলা হইবেন;

(ঞ) সংসদ সচিবালয়ের সচিব;

(ট) সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় বা বিভাগের সচিব;

(ঠ) বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক;

(ড) Bangladesh Public Administration Training Centre Ordinance, 1984 (XXVI of 1984) এর অধীন প্রতিষ্ঠিত পাবলিক এ্যাডমিনিস্ট্রেশন ট্রেনিং সেন্টারের

রেক্টর;

(ঢ) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য;

(ণ) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য;

(ত) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটের প্রবীণতম সদস্য;

(থ) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুষদের ডীন;

(দ) বাংলাদেশের সুপ্রীম-কোর্ট বার সমিতির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক;

(ধ) জাতীয় প্রেস ক্লাবের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক;

(ন) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক;

(প) আর্ন্তজাতিক খ্যাতিসম্পন্ন একজন প্রবীণ অর্থনীতিবিদ;

(ফ) আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন একজন ব্যাংকার;

(ব) বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের একজন সিনিয়র আইনজীবী; এবং

(ভ) ইনস্টিটিউটের রেক্টর, যিনি ইহার সচিবও হইবেন।

(২) সংসদ-সদস্য ব্যতীত পরিচালনা বোর্ডের যে কোন মনোনীত সদস্য দুই বত্সর মেয়াদে তাহার পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, তাহার মেয়াদ শেষ হওয়া সত্ত্বেও তাহার স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তি কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত তিনি তাহার পদে বহাল থাকিবেন।

**ইনস্টিটিউটের কার্যাবলী**

৭। ইনস্টিটিউটের কার্যাবলী হইবে নিম্নরূপ, যথা:-

(ক) সংসদ সদস্যদের সংসদে কার্যকর ভূমিকা পালনে আইন ও সংসদ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ সহায়তা প্রদান করা;

(খ) সংসদীয় ব্যবস্থা, সংসদ ব্যবস্থাপনা ও সংসদ কার্য সম্পর্কিত যে কোন বিষয়ে গবেষণা পরিচালনা করা;

(গ) সাংবিধানিক আইনসহ যে কোন আইন প্রণয়নে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে প্রচলিত নীতির উপর গবেষণা ও তথ্যানুসন্ধান করা;

(ঘ) সংসদীয় বিষয়ে গবেষণায় নিয়োজিত কোন ব্যক্তি বা সংস্থার কার্যাবলী সম্পাদনের ক্ষেত্রে সহযোগিতা করা;

(ঙ) কমনওয়েলথ পার্লামেন্টারী এসোসিয়েশনের সদস্য দেশসহ সংসদীয় গণতন্ত্রের বিভিন্ন দেশের সংসদীয় গবেষণা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সাথে গবেষণা

ও প্রশিক্ষণে অভিজ্ঞতা বিনিময় করা;

(চ) দফা (ঙ) এ উল্লিখিত যে কোন দেশের সংসদীয় গবেষণা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সহিত গবেষণা ও তথ্যানুসন্ধানলব্ধ তথ্যাদি আদান-প্রদান করা;

(ছ) কোন বিষয়ে আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে সংসদ সদস্য, সংসদীয় বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ও গবেষকদের পারস্পরিক অভিজ্ঞতা বিনিময়ের ব্যবস্থা করা;

(জ) সংসদীয় ব্যবস্থার গুণগতমান উন্নয়নের লক্ষ্যে দেশে ও বিদেশে সেমিনার, সম্মেলন, ওয়ার্কসপ ও সিম্পোজিয়ামের আয়োজন ও পরিচালনা করা;

(ঝ) সংসদীয় ব্যবস্থা বিষয়ে নিউজলেটার, সাময়িকী, প্রতিবেদন প্রকাশনা ও বিক্রয় করা;

(ঞ) সংসদীয় ব্যবস্থা, সংসদ ব্যবস্থাপনা, সংসদ কার্য এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংসদীয় বিষয়ে ও নীতি সম্পর্কে সরকার, বিরোধীদল এবং সংসদ সদস্যগণকে পরামর্শ ও সহায়তা প্রদান করা;

(ট) সংসদীয় আচার-আচরণ ও রীতিনীতি সম্পর্কে সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, কর্মশালা, মত বিনিময় সভা এবং ওরিয়েন্‌Uশেন কোর্সের আয়োজন ও পরিচালনা করা;

(ঠ) সংসদীয় ব্যবস্থার সহিত সম্পর্কিত জাতীয় কিংবা জনজীবনে গুরুত্ব বহনকারী কোন বিষয়ে গবেষণা করা এবং গবেষণালব্ধ তথ্যাদি প্রকাশ করা;

(ড) সংসদ-সদস্য বা সংসদীয় প্রতিনিধি দলে অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের সংশ্লিষ্ট দেশের সংসদীয় ব্যবস্থা, আচার-আচরণ, রীতিনীতি সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা লাভে সহায়তা প্রদান করা;

(ঢ) আইন এবং বিভিন্ন প্রকার আইনগত দলিলের খসড়া প্রণয়ন বিষয়ে দেশ-বিদেশের প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা;

(ণ) সরকার ও সংসদ সচিবালয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সচেতনতা, কর্মতত্‌পরতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির এবং সেবার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা;

(ত) সংসদীয় ব্যবস্থা সম্পর্কিত প্রামাণ্য দলিলের নির্ভরশীল তথ্য কেন্দ্র হিসাবে কাজ করার জন্য লাইব্রেরী এবং পাঠাগার স্থাপন ও পরিচালনা;

(থ) এই আইনের অধীন গবেষণা, প্রশিক্ষণ ও অধ্যয়নের পাঠ্যসূচীসহ গবেষণা ও প্রশিক্ষণ সম্পর্কিত যাবতীয় বিষয়াদি নির্ধারণ করা;